بسم الله الرحمن الرحيم

নেদারল্যান্ডের নুনস্পিটস্থ মসজিদ বাইতুন নূর-এ প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ০৯ই অক্টোবর ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখানে আহমদীদের বেশীরভাগ জন্মগত আহমদী অথবা তারা, যাদের পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে একেবারে তাদের শৈশবে এবং তারা আহমদী পরিবেশেই লালিত পালিত হয়েছেন। তাদের অধিকাংশই পাকিস্তানি যাদেরকে এই দেশে থাকার এবং এখানকার নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তারা এখানে এসে ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানে আমাদের স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে ও ইসলামী শিক্ষামালা অনুসারে মত প্রকাশ বা ধর্মানুশীলনের অনুমতি নেই। কিছু মানুষ এমনও হবেন যাদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। অতএব, বেশীর ভাগ আহমদীকে এখানে থাকার অনুমতি প্রদান বা আপনাদের প্রতি এখানকার সরকারের স্নেহদৃষ্টির কারণ হলো আপনারা আহমদী বলে পরিচয় দেন।

অতএব আহমদী হওয়ার এই ঘোষণা আপনাদের ওপর কিছু দায়িত্বও অর্পন করে। আর এই দায়িত্ব থেকে সেসব আহমদীও বাইরে নয় যারা নিজেদের শিক্ষাগত বা অন্য কোন দক্ষতার কারণে এই দেশে এসেছেন এবং এখানে এসে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নৈপুণ্যে আরো উজ্জল্য সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছেন। সেই সাথে তারা আহমদীয়া জামাতের প্রতিও আরোপিত হয়। অনুরূপভাবে নবাগত আহমদীরাও রয়েছে। তারা বয়আত করে জামাতভুক্ত হন কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির ওপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। আর বয়আতের পর তাদের ওপরও বয়আতের এই অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তারা এই কথা বললেই খোদা তা'লা তাদেরকে দায়মুক্ত করবেন না যে, আমরা জন্মগত আহমদীদের অথবা পুরোনো আহমদীদের যেমনটি করতে দেখেছি আমরাও তাই করেছি।

এ যুগে আমাদের তরবীয়তের জন্য কুরআন ও সুন্নত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর, ব্যাখ্যা ও রচনাবলী দেখা, পড়া এবং বুঝা আবশ্যক। এগুলো আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। অতএব কারো কোন অজুহাত ধোপে টিকবে না। কিন্তু এখানে পুরোনো আহমদীদের আমি এই কথাও বলবো যে, আপনাদের আচার-ব্যবহার দেখে কেউ যদি হোঁচট খায় তাহলে তাদের এই ভুল এবং পাপের দায় অবশ্যই আপনাদের ওপরও বর্তাবে। অতএব পুরোনো আহমদী যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা এই অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন যে, তাদের পূর্বপুরুষ আহমদী

হয়েছিলেন অথবা তারা শিশুকালেই আহমদীয়াত গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে তারা এখানে এসে ভালো সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন তাদের এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা জামাতের অনুগ্রহতলে রয়েছেন আর জামাতের এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় অসাধারণ পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত এবং নিজের সন্তান-সন্ততিদেরও জামাতভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার এই এহসান সম্পর্কে বলতে থাকা উচিত এবং সেই সাথে এটিও স্মরণ করানে উচিত যে, তাদের দায়িত্ব কী, এছাড়া এটিও যে, আপনাদের পিতা-পিতামত জামাতভুক্ত হয়ে বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছিলেন সেই অঙ্গীকার সর্বদা দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের কিভাবে তা পালনের চেষ্টা করে যেতে হবে।

এখানে এসে যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়েছে সেই কারণে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও এই শিক্ষাকে জারী রাখতে হবে আর আমাদের সন্তানদের বলতে হবে যে, তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে প্রস্ফুটিত করার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য তোমরা খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সর্বদা জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখবে, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো, যেহেতু সে আহমদী বলে পরিচয় দেয় তাই জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে সর্বদা সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখা তার জন্য আবশ্যক। কেননা বয়আত করার সময় তুমি এই অঙ্গীকারই করেছিলে।

এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, নবাগত আহমদীরা বিশেষ করে যারা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বুঝেশুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবিকে সত্য বলে মেনেছেন, তারা নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার এবং শর্তাবলীর ওপর অভিনিবেশও করেন। আমাকে অনেক মানুষ চিঠি পত্রও লিখে থাকেন কিন্তু অনেকেই এমনও আছেন যারা জন্মগত আহমদী অথবা শিশুকালেই যাদের পিতামাতা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং যারা এখানে আসার পর পার্থিব আয়-উপার্জনের পিছনে অনেক বেশী ছুটছে, তারা সচরাচর এখানে আসার পর বয়আতের শর্তাবলীর ওপর অভিনিবেশ করে না আর বয়আতের অঙ্গীকারও তারা বুঝে না এবং আহমদীয়াতের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহ হচ্ছে সেটিকেও তারা স্মরণ রাখে না। এখন তো এমটিএ-র মাধ্যমে সর্বত্র বয়আতের অনুষ্ঠান দেখা যায় এবং শোনা যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বয়আতের মর্ম অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা তারা করে না। অনুরূপভাবে আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সেভাবে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করে না যেভাবে করা উচিত। কেবল এসাইলাম যারা করেছেন তারাই এর অন্তর্ভূক্ত নয় বরং সব শ্রেণীর আহমদী এতে রয়েছে। আমি যে, এসাইলাম প্রার্থীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছি তার কারণ হলো এখন আমার সামনে অধিকাংশই

এসাইলাম প্রার্থী বা শরণার্থীরা বসে আছেন। আজ তাদের উন্নত অবস্থা শুধুমাত্র জামাতের প্রতি আরোপিত হওয়ার কল্যাণেই; নতুবা এমন মানুষ সব জায়গায় এবং সব শ্রেণীতেই দেখতে পাওয়া যায়।

অতএব প্রতেকে ব্যক্তি যখন আত্মজিজ্ঞাসা করবে বা আত্মবিশ্লেষণ করবে তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বা তার অবস্থান কি। এই আত্মবিশ্লেষণের জন্য এখন আমি বয়আতের শুধুমাত্র একটি শর্ত আপনাদের সামনে পাঠ করছি। এটিকে কেবল ভাসা দৃষ্টিতে দেখবেন না বরং এর প্রতি অভিনিবেশ করুন এবং এরপর আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুন। যদি এই আত্মবিশ্লেষণের উত্তর ইতিবাচক হয় তাহলে তারা সৌভাগ্যবান এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার ফযল বা কৃপাভাজন হবে। আর যদি দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে সংশোধনের চেষ্টা করুন। বয়আতের দশম শর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, শর্তের শব্দগুলো হলো, **আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্ম অনুমোদিত সমস্ত আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবক সুলভ অবস্থার মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।**

অতএব এই হলো সেই বাক্য যা আমাদের ওপর তিনি (আ.)-এর সাথে নিঃস্বার্থ এবং অসাধারণ ভালোবাসা ও সম্পর্ক গড়ার দায়িত্ব অর্পন করে। এখানে তিনি (আ.) আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিচ্ছেন, কী অঙ্গীকার নিচ্ছেন? তিনি এই অঙ্গীকার নিচ্ছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আমার সাথে উন্নত মানের ভালোবাসা, সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন গড়ে তোল। এই অঙ্গীকার নিচ্ছেন যে, তোমরা এই অঙ্গীকার কর যে, আপনার প্রত্যেক মা'রূফ ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত মেনে নিব অর্থাৎ প্রত্যেক সেই কাজ যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন এবং প্রত্যেক সেই কথা যার আপনি আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষামালার আলোকে নির্দেশনা দেবেন তা মেনে নিব। এরপর শুধুমাত্র মান্য করাই যথেষ্ট নয় এবং এর প্রতি কেবল পূর্ণ আনুগত্যই নয় বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এর ওপর অটল থাকার চেষ্টা করব এবং আমল ও অনুশীলন করব। আর সেইসাথে এই অঙ্গীকারও যে সম্পৃক্ততা ও ভালোবাসার যে বন্ধন গড়ে উঠবে এর মান এত উন্নত হবে বা এই বন্ধন এত গভীর হবে যে, পার্থিব কোন আত্মীয়তার মাঝে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। একই সাথে এই সম্পর্কের দৃষ্টান্ত সেই অবস্থায়ও দেখতে পাওয়া যাবে না যখন মানুষ কারো প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে তার সাথে বিশুদ্ধ বা আন্তরিক সম্পর্ক রাখে। এর দৃষ্টান্ত এমন অবস্থায়ও পাওয়া যাবে না যখন মানুষ কারো অনুগ্রহতলে এসে নিজেকে তার হাতে তুলে দেয়।

অতএব এই যে অঙ্গীকার অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর পর উন্নত মানের ভালোবাসা যদি কারো প্রতি হতে পারে তাহলে তা তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের সাথেই হতে পারে, এটিই হচ্ছে সেই মান যা অর্জনের আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর তাঁর সাথে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত? একথাগুলোর আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখতে পারে যে, আমরা এই মানে উপনিত কি-না? নাকি যখন কোন পার্থিব বিষয় আমাদের সামনে আসে, পার্থিব স্বার্থ আমাদের সম্মুখে আসে অথবা পার্থিব লাভ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমরা এগুলো ভুলে যাই আর পার্থিব সম্পর্ক ও পার্থিব উদ্দেশ্যাবলী ভালোবাসা এবং আনুগত্যের এই সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

মানুষ কোন কাজ হয় নিজের লাভ এবং স্বার্থের জন্য করে থাকে অথবা যদি তা মনমত না হয় তাহলে অনেক সময় বা অধিকাংশ সময় মানুষ ভয়ের কারণেও করে থাকে। বাধ্যবাধকতা রয়েছে, কেননা যদি তা না করে তাহলে জিজ্ঞাসিতও হবে আর শাস্তিও হতে পারে অথবা ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েও সে তা করে। ধর্মের সঠিক জ্ঞান এবং বুৎপত্তি যদি কারো মাঝে থাকে তাহলে মানুষ ভালোবাসা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েই ধর্মীয় কাজ করবে।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা রেখেছেন যে, তাঁর হাতে বয়আত করার পর আমরা এই চেতনায় উত্তরোত্তর দৃঢ় হব। যতক্ষন পর্যন্ত আনুগত্য এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এই চেতনা এবং সম্পর্ক নিজেদের মাঝে সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেসব উপদেশ দেয়া হয় এর কোন প্রভাব পড়বে না আর এর ওপর আমল করারও কোন চেষ্টা থাকবে না। অতএব যদি উপদেশের ওপর আমল করতে হয়, তাঁর (আ.) কথা মানতে হয়, নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হয় তাহলে নিজেদের এতায়াত, আনুগত্য, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার মানোন্নয়ন আবশ্যক। **কোন আহমদী ভাবতে পারে কি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআন এবং সুন্নতের পরিপন্থি কোন কথা বলে থাকবেন? অবশ্যই না, এটি কখনোই হতে পারে না।**

সুতরাং যদি এটি না হয় তাহলে প্রত্যেক আহমদীর এটি বুঝা উচিত যে, মা'রূফ আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠাকে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়ে পরিপূর্ণ আনুগত্য করা আর পরিপূর্ণ আনুগত্য সেই অবস্থায়ই হতে পারে যখন যার আনুগত্য করা হচ্ছে তার প্রতিটি নির্দেশ সন্ধান করা হয় এবং তা জানার আগ্রহ । অতএব আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা এবং যেসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন সেগুলো সন্ধান করা এবং সেসব মেনে চলার চেষ্টা করা, নতুবা এটি শুধু মৌখিক দাবি হবে যে, আমরা তাঁর

(আ.) প্রতিটি নির্দেশ মান্য করি। আমরা যদি না-ই বা জানি যে, তাঁর নির্দেশ কী বা তিনি কী নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে মানব কী-করে? বা কীভাবে মানা যেতে পারে? অতএব আহমদী হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার শর্তও পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন সেটিকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আরো মজবুত ও দৃঢ় করতে হবে আর আন্তরিকতার সাথে নিজেদের জীবনে তদনুযায়ী পরিবর্তনও আনতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতকে যে নসীহত করেছেন, জামাতের সভ্য সদস্যদের কাছে যে প্রত্যাশা রেখেছেন তা তাঁর বিভিন্ন বই-পুস্তক এবং বক্তৃতায় সুরক্ষিত আছে। এখন এর মধ্য থেকে কয়েকটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কেবল কথার খৈ ফুটাবে, আমাদের জামাত এমন যেন না হয়, অর্থাৎ কেবল বাহ্যিকতার মাঝে যেন আমরা সীমাবদ্ধ না থাকি, শুধু বুলি সর্বস্ব যেন না হই বরং বয়আতের মূল উদ্দেশ্য যেন অর্জনকারী হয়। আর এই সত্যিকার উদ্দেশ্য কী? তিনি (আ.) বলেন, আভ্যন্তরীন পরিবর্তন সৃষ্টি করা উচিত। শুধুমাত্র মাসলা মাসায়েল দ্বারা তোমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। আভ্যন্তরীন পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেন, প্রত্যেকের উচিত নিজের বোঝা বহন করা এবং নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

অতএব শুধুমাত্র বিশ্বাসগতভাবে নিজের সংশোধন করা বা বয়আত করা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা মেনে নেয়া, বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল ও ধর্মীয় বিতর্কে অন্যের মুখ বন্ধ করে দেয়া, কোন মূল্য রাখে না যদি ব্যবহারিক অবস্থায় পরিবর্তন না আসে বা ব্যবহারিক অবস্থা উন্নত না হয়। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা নিজের জীবনে পরিবর্তনের চেষ্টা কর, নামাযে দোয়া কর। সদকা, খয়রাত এবং অন্যান্য সর্ব প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا -কী? আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, যারা আমাদের পথে চেষ্টা-সাধনা করে তাদের কী হয়? لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ আমরা অবশ্যই তাদেরকে নিজের পথের পানে পরিচালিত করব বা হিদায়াত দিব।

অপর এক স্থানে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এটি কী করে হতে পারে যে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রুক্ষেপহীনতার সাথে আলস্য প্রদর্শন করছে সেও সেভাবেই খোদার কল্যাণ লাভ করবে, যেভাবে সেই ব্যক্তি, যে নিজের সমস্ত মেধা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং পুরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সন্ধান করে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে সন্ধান করে। যে আলস্য প্রদর্শন করে সে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে না।

অতএব তিনি (আ.) যখন আমাদের বলেন যে, আমার কথা মান, আমার পিছনে চল এবং আমার সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখ । এ কথা তিনি এজন্য বলছেন যেন আল্লাহ্ তা'লাকে সন্ধান করার পথ তিনি আমাদের দেখাতে পারেন, আমাদের বলতে পারেন যে, কীভাবে আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে পেতে পারি, যেন আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ এবং আশীষের অংশীদার বানাতে পারেন। যেন আমরা নিজেদের নামায সমূহকে নির্ধারিত সময়ে এবং সঠিক ও যথাযথভাবে আদায়কারী হই, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য সদকা এবং দান খয়রাতের প্রতিও যেন মনোনিবেশ করি। মোটকথা তাঁর সাথে সম্পর্ক এবং আনুগত্যের বন্ধন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় করছে। এরপর অপর এক স্থানে তিনি (আ.) আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে,

তোমরা দু'টি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখ। প্রথম কথা হলো, তোমরা সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর দ্বিতীয় বিষয় হলো, ইসলামের সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দাও, তবলীগ কর এবং এই বাণী প্রচার কর। **আমাদের নিজেদের জ্ঞান যদি দূর্বল হয় এবং আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা যদি উৎকণ্ঠার কারণ হয় তাহলে আমরা মানুষের জন্য কিভাবে সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি।** এই অবস্থায় আমরা ইসলামের বাণী এবং এর পরাকাষ্ঠা কীভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরব এবং প্রচার করব?

অতঃপর তিনি (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, সমস্ত জাগতিক দুঃখবেদনার চেয়ে আমাদের জামাতের এই মর্মবেদনা সবচেয়ে বেশী থাকা উচিত যে, তাদের মাঝে তাক্বওয়া আছে কী নেই? আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ এবং বেদনা এটিই হওয়া উচিত। অতএব এর জন্য কোন দীর্ঘ বক্তৃতা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকেই আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে যে, পার্থিব জীবনের জন্য সে বেশী লালায়িত নাকি ধর্মের উন্নতির জন্য তার চিন্তা বেশি? আর এই দুঃখ শুধু নিজের জন্য রয়েছে নাকি নিজের সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রেও সেই চিন্তা বিদ্যমান? খোদা তা'লার ভয় এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি মনোযোগ আছে কী? নাকি পার্থিব কোন বিষয় যখন সামনে আসে তখন খোদা তা'লার সন্তুষ্টিও পিছনে পড়ে যায়।

তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, দৈনন্দিন কার্যক্রমে অবৈধ বা অন্যায় ক্রোধ ও রাগ থেকে মুক্ত হওয়া এটিও তাক্বওয়ার একটি শাখা। **যারা সামান্য কথায় রেগে যায়, তাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, কেননা তারাও তাক্বওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।** এই কয়েকটি উপদেশ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছেন যা আমি আপনাদের সামনে রাখলাম । এই কথা গুলোর প্রতিই যদি আমরা অভিনিবেশ করি বা প্রণিধান করি তাহলে তাঁর (আ.) সাথে সম্পর্ক এবং ভালোবাসায় এগুলো আমাদের সমৃদ্ধ করবে। **তিনি (আ.) কিভাবে এবং কত বেদনার সাথে**

আমাদের ইহ এবং পরকালের জন্য চিন্তিত! একজন পিতার চেয়েও অধিক তিনি আমাদের জন্য চিন্তিত এবং উৎকণ্ঠিত। একজন মমতাময়ী মায়ের চেয়েও তিনি আমাদের জন্য বেশি অস্থির এবং ব্যাকুল। তিনি আমাদের বারংবার উপদেশ দিচ্ছেন উদ্দেশ্য হলো কোন ভাবে আমাদেরকে ভুল পথ থেকে মুক্ত করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করা। এই চিন্তা এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের পর এমন কোন কারণ নেই যে, আহমদী হওয়ার দাবিদার প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর (আ.) সাথে সম্পর্ক এবং আনুগত্যের মানকে উন্নত না করবে যার মাধ্যমে সে নিজের ইহ এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর আমাদের মাঝে খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন আর খিলাফত-ব্যবস্থারও দায়িত্ব হলো সেই কাজকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। এই সূত্রে খিলাফতের সাথেও ইখলাস, নিষ্ঠা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের পানে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারি। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, **প্রকৃত মুসলমান হতে হবে আর ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক আহমদীই যুগ খলীফার হাতে বয়আতের অঙ্গীকার করে থাকেন। অতএব এই অঙ্গীকার রক্ষা করাও আবশ্যক আর খিলাফতের পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যেসব উপদেশ দেয়া হয়, যে প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী দেয়া হয় সেগুলোর ওপর আমল করার মাধ্যমেই এই অঙ্গীকার পালন করা যেতে পারে।**

বয়আতের সময় প্রত্যেক আহমদী এই অঙ্গীকার করে থাকে যে, সে বয়আতের এসব শর্ত পালন করবে আর যুগ খলীফা যেসব মা'রূফ সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তা মেনে চলবে। যেমনটি আমি বলেছি, **যুগ খলীফার কাজও হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাজ আর তাঁর উপদেশাবলীকে মানুষের মাঝে প্রচার করা, ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানো। অতএব প্রত্যেক আহমদী যখন এই চেতনা অনুসারে নিজেকে গড়বে তখনই সত্যিকার আনুগত্যের মান অর্জন হবে এবং জামাতের মাঝে একক সত্ত্বা গড়ে উঠবে আর তবলীগের নিত্যনতুন ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে।** প্রত্যেকে যদি এ কথা বলার পর যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমার ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে এবং আমি তাঁর আনুগত্য করি, অতঃপর নিজ নিজ পথ বেছে নেয় তাহলে কখনো উন্নতি হতে পারে না।

আহমদীয়া জামাতের সৌন্দর্য এতেই নিহিত যে, এর মাঝে অর্থাৎ জামাতে আহমদীয়ার মাঝে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা রয়েছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে প্রত্যেক আহমদীর যে সম্পর্ক রয়েছে তা যদি এই কারণে হয়ে থাকে যে, তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস তাহলে এই সম্পর্ককে পরবর্তীতে খিলাফতের সাথেও বজায় রাখা প্রয়োজন।

গত পরশু যখন আলমেরাতে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয় সেখানে আমি মসজিদের বরাতে ইসলামের শিক্ষা, মসজিদের গুরুত্ব এবং আহমদীদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলেছিলাম। তখন একজন স্থানীয় মহিলা অতিথি এ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন যে, খলীফার কথা তো খুবই ভালো কিন্তু এখন আমরা দেখবো যে, এখানে বসবাসরত আহমদীরা এই কথাগুলো কতটুকু মেনে চলে আর প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও শান্তির পরিবেশ কতটা সৃষ্টি করতে পারেন।

অতএব অন্যান্য মানুষের দৃষ্টিও আপনাদের ওপর রয়েছে। তাই নিজেদের ব্যবহারিক জীবনের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। **মানুষ খিলাফতের প্রেক্ষিতে আপনাদের ওপর দৃষ্টি রাখবে। তাই শুধুমাত্র বয়আতের অঙ্গীকার করাই যথেষ্ট নয়, নিজেদের সংশোধনের জন্যও এবং তবলীগের জন্যও উন্নত কর্মের প্রয়োজন, সর্বত্র ও সকল পর্যায়ে নিজেদের ঐক্যকে ধরে রাখার জন্য এক হাতের ইশারায় উঠা-বসার জন্য খিলাফতের আনুগত্য করাও প্রয়োজন।** বর্তমান যুগের আহমদীরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন আবিষ্কারাদি ঘটিয়েছেন সেখানে আহমদীদেরও এসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন। ধর্ম প্রচারের জন্যও আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে এসব সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। টিভি, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখা বা রচনা-সমগ্র রয়েছে, তা সবসময় আমাদের নাগালের মাঝে। যেখানে আমরা এগুলো বিভিন্ন ভাষায় শুনতেও পারি এবং দেখতেও পারি অর্থাৎ পড়তেও পারি সেখানে আমরা যুগ খলীফার নসীহত এবং খুতবাগুলোও শুনতে পারি এবং পড়তে পারি। যা কুরআন এবং হাদীস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখার ভিত্তিই প্রদান করা হয়ে থাকে, এসবের ওপরই এর ভিত্তি যা আজ এমটিএ-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে যা জামাতকে একক সত্ত্বায় রূপ লাভের এক নতুন রীতি শিখিয়েছে।

অতএব এই বিষয়টিকে আপনাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং প্রত্যেকেরই এই বিষয়টির প্রয়োজন রয়েছে অর্থাৎ এমটিএ-এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তোলা যাতে আপনারা এর অংশ হতে পারেন। **প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে জুমুআর খুতবা শোনার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। প্রত্যেক পরিবার নিজের ঘরে জরিপ চালিয়ে দেখুন যে, ঘরের প্রত্যেক সদস্য খুতবা শুনেছে কি না। যদি স্ত্রী খুতবা শুনে আর স্বামী না শুনে তাহলেও কোন লাভ নেই আর যদি পিতা খুতবা শুনে আর মা এবং সন্তানরা না শুনে তাহলেও কোন ফায়দা নেই। একক সত্ত্বায় পরিণত হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'লাই প্রবর্তন করেছেন, এর মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যুগ খলীফার আওয়াজ পৌঁছে যায়। প্রত্যেক আহমদীর এর অংশে পরিণত হওয়া আবশ্যক।**

অতএব এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিন। যদি আমরা এটিই না জানি যে, কি বলা হচ্ছে, তাহলে আনুগত্য কি করে হবে। কথা শুনলে পরেই আনুগত্যের যোগ্য হবেন। অতএব এসব বিষয়ের সন্ধান করুন, সেসব কথা সন্ধান করুন যার আনুগত্য করতে হবে, নতুবা এগুলো শুধুমাত্র মৌখিক দাবি এবং বাহ্যিক ঘোষণা মাত্র। ইজতেমায় দাঁড়িয়ে বা বয়আতের সময় এই ঘোষণা করা যে, আপনি যে মা'রূফ সিদ্ধান্তই প্রদান করবেন আমরা তার অনুসরণ করা ও অনুগত্য করা আবশ্যক জ্ঞান করব আর মহিলারা হয়ে থাকলে তারা নিজেদের ভাষায় বলবে যে, অবশ্যই আনুগত্য করব, অথবা আহমদীয়া খিলাফতের দৃঢ়তার জন্য আমরা চেষ্টা করতে থাকব। আল্লাহ্ করুন প্রত্যেক পরিবার যেন এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তরবিয়তের জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে যেন আমরা পরিপূর্ণরূপে লাভবান হই। আর শুধুমাত্র তরবিয়তই নয় বরং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রেও এটি অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদি কোন কারণে লাইভ বা সরাসরি খুতবা শোনা সম্ভব না হয় তাহলে রেকর্ডিং শুনতে পারেন। ইন্টারনেটেও খুতবাগুলো রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে, বিশেষভাবে খুতবা এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানাদি।

আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফিক দিন যে, যেখানে আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হবেন সেখানে তাঁর (আ.) পর খিলাফতের যে প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার সাথেও যেন আপনাদের সুদৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় আর অপনারা যেন আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। আর মহানবী (সা.)-এর হাদীস অনুসারে এই সম্পর্ক এবং এই আনুগত্য পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যকারী এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারীর মর্যাজা দেয়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো যা আমাদের জামাতের মুরুব্বী মোকাররম মোহাম্মদ হাফেজ ইকবাল ওড়াইচ সাহেবের। যিনি গত ০২রা অক্টোবর ২০১৫ সনে এক দুর্ঘটনায় ৪৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ০২রা অক্টোবর সকাল বেলা তিনি একাই তার পৈত্রিক গ্রাম চকপুনিয়ার-এ নিজের চাচার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। ভালওয়ালের কাছাকাছি রেলফটক অতিক্রম করার সময়, ট্রেন আসে এবং তাকে ও তার গাড়িকে হিচড়ে নিয়ে যায় বা সংঘর্ষ হয়, তিনি সম্ভবত দেখেন নি । যাহোক বাহ্যত তার গায়ে কোন আঘাত লাগেনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। এম্বুলেন্স ডাকে বা গাড়ি চেয়ে পাঠানো হয় এবং তাকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানো হয় কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছেও তার প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয় নি।

হাফেজ মোহাম্মদ ইকবাল সাহেবের দাদার নাম ছিল চৌধুরী ফজল আহমদ সাহেব। তার বড় দাদা হযরত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন যার নাম ছিল চৌধুরী আল্লাহ্ বক্স সাহেব। ১৯০১ সনে তার বড় দাদা বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তার বড় দাদার পূর্বের নাম ছিল রসূল বক্স। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা পাল্টে আল্লাহ্ বক্স রেখেছিলেন। তার পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ ওড়াইচ সাহেবও অবসর গ্রহণের পর ওয়াকফ করে দীর্ঘ দিন রাবওয়ায় জামাতের বিভিন্ন অফিসে কাজ করেছেন। হাফেজ সাহেব অর্থাৎ মুরুব্বী সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা রাবওয়াতেই গ্রহণ করেন। এরপর তিনি কুরআন হিফ্য করেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। এছাড়া তিনি আরবী এবং উর্দূতে ফাযেল ডিগ্রি অর্জন করেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি সেক্রেটারী কফালত ইয়াকসদ ইয়াতাম'র (একশত এতিমের তত্ত্বধান সংক্রান্ত সংগঠন) সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্বপালন করছিলেন। তার পাঁচ সন্তান রয়েছে। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। দুই সন্তান এখনও ছোট, একজনের বয়স সতের আর অপর জনের বয়স দশ বছর। তার ভাই জনাব তাহের মেহদী ইমতিয়াজ সাহেবও মুরুব্বী সিলসিলাহ্ এবং বর্তমানের যিয়াউল ইসলাম প্রেস রাবওয়ার ম্যানেজার। কিন্তু আল ফযলের ওপর যখন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় তখন তার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয় যার ফলে কয়েক মাস ধরে বা দীর্ঘ দিন ধরে তিনি জেলে বন্দী আছেন। আল্লাহ তা'লা দ্রুত তার মুক্তির ব্যবস্থা করুন কেননা আদালতও অত্যন্ত ভীতু। জজ প্রথমে জামিন দিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে মৌলভীদের ভয়ে তা বাতিল করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও ইনসাফ তথা ন্যায়বিচারের তৌফিক দিন আর যেসব নিষ্পাপ জেলে বন্দী আছেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

মাহবুব আহমদ রাযেকী সাহেব যিনি সাদউল্লাহ্পুর জামাতের প্রেসিডেন্ট তিনি বলেন, ২০০৩ সনে যখন সাদউল্লাপুরে জামাতের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক রূপ নেয় তখন এখানে মুরুব্বী হিসেবে হাফেয ইকবাল সাহেবের পোস্টিং হয়। তিনি অ-আহমদী বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন যার ফলে বিরুদ্ধবাদীরা শুধুমাত্র বিরোধিতা থেকেই বিরত হয়নি বরং তাদের একজন, যে অনেক বড় বিরুদ্ধবাদী এবং নেত্রীস্থানীয় ছিল, সে আহমদীয়াতের বিরোধিতা করার কারণে ক্ষমাও চেয়েছিল। এই দিক থেকেও তিনি তাঁর সম্পর্কের গন্ডি ব্যপক ছিল আর আর একে উত্তরোত্তর বাড়ানের চেষ্টা করতেন। এটি ভিন্ন কথা যে, পাকিস্তানে ভয়ের কারণে অর্থাৎ মোল্লাদের ভয়ে বা সমাজের ভয়ে ভীত হয়ে অনেক বড় একটি শ্রেণী রয়েছে যারা আহমদীয়াতকে পছন্দ করে বা অন্ততপক্ষে জামাতের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার রয়েছে সেটিকে অপছন্দ করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা ঘোষণা দিতে পারে না। তবে আল্লাহ্ তা'লা ছোট ছোট এলাকায় এমন ব্যবস্থা করে থাকেন বা এমন সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন যেখানে মানুষ প্রকাশ্যেও কথা বলেন। তিনি বর্তমানে যে

অফিসে কর্মরত ছিলেন বা জামা'তের সেবা করছিলেন সেখানকার একজন কর্মী মজিদ সাহেব বলেন যে, হাফেয সাহেব মুরুব্বী হিসেবে যেখানেই কর্মরত ছিলেন সেখানকার সদস্যদের সাথে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যোগাযোগ বহাল রেখেছেন। মানুষ তার কাছে আসতো, তার পরামর্শ নিত এবং তিনি তাদের সাহায্যও করতেন। তার অনেক বড় একটি গুণ ছিল তিনি কেন্দ্রের অর্থ সাশ্রয় করার প্রতি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন সঠিক জায়গায় বা যথাযথ স্থানে খরচ হয় সেদিকে দৃষ্টি থাকত। আর বিধবাদের গৃহ নির্মাণের জন্য তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন এবং এই চেষ্টাও করতেন যেন স্বল্প ব্যায়ে ঘর নির্মিত হয়। অনেক সময় যেখানে নির্মাণ কাজ হতো সেখানে তিনি যদি ঘটনাচক্রে পৌঁছে যেতেন তাহলে সেখানে গিয়ে তিনি নিজেই মিস্ত্রীদের সাথে কাজে লেগে যেতেন।

লন্ডনে অবস্থিত আমাদের রাশিয়ান ডেস্কের খালেদ সাহেব বলেন, তিনি তার সহপাঠি ছিলেন এবং অত্যন্ত অতিথিসেবক ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বলেন, একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, তার মাঝে তবলীগের খুবই আগ্রহ এবং উদ্দীপনা ছিল। সম্ভবত তিনি যখন সাদেকাবাদ বা সাদউল্লাপুরে কর্মরত ছিলেন, সেখানে একটি রাশিয়ান কোম্পানি কোন প্রজেক্টে কাজ করছিল। রাশিয়ান ভাষা না জানা সত্ত্বেও তিনি তাদের তবলীগ করতেন। খালেদ সাহেব যেহেতু রাশিয়ায় থেকে ভাষা শিখেছিলেন তাই তিনি যখন পাকিস্তানে ফিরেন তখন তার কাছ থেকে তিনি কিছু বাক্য শিখে নেন। এরপর তিনি নিজেই রুশ ভাষার কিছু বাক্য তবলীগের উদ্দেশ্যে উর্দূ ফোনেটিকে লিখে নিয়েছিলেন । তবলীগের জন্য এমন উদ্যম এবং উচ্ছাস ছিলো তার মাঝে। আল্লাহ্ তা'লা সব মুরব্বীকে অবস্থা এবং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন নিত্য নতুন তবলীগের পথ খুঁজে বের করার তৌফীক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুম হাফেয সাহেবের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার স্ত্রী সন্তানদের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা দান করুন এবং তার পুণ্যকর্ম সমূহ অবলম্বন করার তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।